22 MAY 2016
তারিখ … [illegible] …
পৃষ্ঠা … 20 কলাম … 2 … ……

কালের কণ্ঠ

আমলাদের হাতে চলে যাচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন

শিক্ষা ক্যাডারে অসন্তোষ চরমে

শরীফুল আলম সুমন ▷

- মাউশি অধিদপ্তরের ১৪ প্রকল্পের ৯টির পিডিই প্রশাসন ক্যাডারের
- প্রাথমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা অধিদপ্তরের প্রায় পুরোটাই শিক্ষা ক্যাডারের হাতছাড়া

আমলাদের হাতে চলে যাচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের পদগুলোতে একে একে বসানো হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মতো শীর্ষ পদে রয়েছেন আমলারা। এমনকি মাউশি অধিদপ্তরে ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৯টিসহ কারিগরির একাধিক প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক (পিডি) হিসেবে কাজ করছেন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদটি এত দিন কোনো মতে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য টিকে থাকলেও এখন তাও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। প্রত্যাশিত পদ থেকে বঞ্চিত করায় শিক্ষা

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

আমলাদের হাতে চলে যাচ্ছে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষও তৈরি হয়েছে। জানা যায়, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা-১৯৮১ এবং বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার ও কম্পোজিশন রুল-১৯৮০ অনুসারে, বিভিন্ন শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক ও অন্যান্য পদ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিডিউলভুক্ত। সে হিসেবে শিক্ষার চার অধিদপ্তরেই শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা নেই। গত বছরের সেপ্টেম্বরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক পদে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন দিতে একটি রিটও করেন, যা বর্তমানে বিচারাধীন।

এসব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রুলসেই বলা আছে কে কোন পোস্ট পাবে। এক ক্যাডারের পদ অন্য ক্যাডারের নিয়ে নেওয়া ঠিক না। আসলে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারাই দেশ চালান। তাই অনেক সময়ই তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো পদ নিয়ে নেন। এসব নিয়ে দীর্ঘদিন তর্ক-বিতর্ক হলেও সমাধান হচ্ছে না। আসলে যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদেরই সে বিষয়ের পদগুলোতে দায়িত্ব দেওয়া উচিত।'

এমনিতেই শিক্ষা প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। এখন অষ্টম বেতন কাঠামোতে গ্রেড বৈষম্যের কারণে এসব পদ আরো বেশি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাঁরা বলছেন, মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদটি প্রথম গ্রেডের। কিন্তু নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী এখন পর্যন্ত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপকদের একাংশ চতুর্থ গ্রেড থেকে তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত হবেন। তবে তাঁদের স্বল্প সংখ্যককে কিভাবে দ্বিতীয় গ্রেডে আনা যায় সেই কাজও চলছে। ফলে সরকার যদি চলতি দায়িত্ব দিয়ে অধ্যাপকদের মাউশির মহাপরিচালক হিসেবে না বসায় তাহলে তাঁদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডারের মহাপরিচালক পদটিও প্রথম গ্রেডের। সেখানে একজন অতিরিক্ত সচিবকে পদায়ন করা হয়েছে। এমনকি পরিচালক পদেও রয়েছেন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। সম্প্রতি মাদ্রাসা অধিদপ্তর গঠন করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে বসানো হয়েছে যুগ্ম সচিব পদপর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে। আর কারিগরি অধিদপ্তরে দীর্ঘদিন কারিগরি ক্যাডারের কর্মকর্তারা মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করলেও এবার প্রথম অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাকে বসানো হয়েছে।

জানা যায়, ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে মাউশি অধিদপ্তর মহাপরিচালক পদে চলতি দায়িত্ব পান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। আগামী জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে তাঁর অবসরোত্তর ছুটিতে যাওয়ার কথা রয়েছে। তিন বছরের বেশি সময় ধরে তিনি দায়িত্ব পালন করলেও তাঁকে স্থায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলে গ্রেড ১-এর পদে চাকরি করেও তিনি সঠিকভাবে তাঁর মর্যাদা পাননি।

শুধু মহাপরিচালক বা পরিচালকই নয়, শিক্ষার বিভিন্ন প্রকল্পেও পিডি পদে বসানো হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। অথচ শিক্ষাবিদরা বলছেন, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় শিক্ষকদের চেয়ে ভালো কেউ বুঝবেন না। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা কিছুদিন এক সেক্টরে, এরপর আবার কিছুদিন অন্য সেক্টরে কাজ করেন। অথচ বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা শুধু শিক্ষা নিয়েই কাজ করেন। ফলে অন্য যে কারো চেয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বেশি।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্বাহী সদস্য কুদ্দুস সিকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদগুলো শিক্ষা ক্যাডারের শিডিউলভুক্ত। এসব পদে আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুধু শিক্ষা ক্যাডার থেকেই নিয়োগ দাবি করে আসছি। কারণ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা এখানে কাজ করলে একটা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আর আমাদের উচ্চ পদগুলোতে কাজের সুযোগও কমে যায়। আমরা ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পদটি ফিরে পেতে রিট করেছি। আশা করছি, রিটে আমরা জয়ী হব।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মাউশি অধিদপ্তরের ১৪ প্রকল্পের মধ্যে ৯ জন পিডি প্রশাসন ক্যাডারের। সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট (সেকায়েপ) প্রকল্পে একজন যুগ্ম সচিব, ৩১৫ উপজেলা সদরে মডেল স্কুলে রূপান্তর প্রকল্পে একজন উপসচিব, ঢাকা মহানগরে ১১টি স্কুল ও ছয়টি কলেজ নির্মাণ প্রকল্পে একজন যুগ্ম সচিব, ৭০ সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পে একজন যুগ্ম সচিব, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পে একজন যুগ্ম সচিব, সাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পে একজন উপসচিব, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে একজন যুগ্ম সচিব, উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পে একজন যুগ্ম সচিব, মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পে একজন উপসচিব প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে স্নাতক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প, বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, নির্বাচিত বেসরকারি কলেজগুলোর উন্নয়ন, এস্টাব্লিশমেন্ট অব অটিস্টিক একাডেমি প্রজেক্ট ও জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্পের পিডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা।

এ ছাড়া কারিগরি অধিদপ্তরের স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধীন উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন (হেকেপ) প্রকল্পেও প্রশাসন ক্যাডারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে রয়েছেন।

মাউশির একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বসানো হয়েছে খুবই কম টাকার কাজের প্রকল্পে। এক সেকায়েপই যে টাকার প্রকল্প, অন্য ১০টি প্রকল্প মিলেও সে টাকা ব্যয় হবে না। আসলে কয়েকটি প্রকল্পে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বসিয়ে শুধু সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। আর কাজের মানের দিক দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কাদের কাজ ভালো হচ্ছে। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রকল্পে বড় অনিয়মেরও অভিযোগ রয়েছে।'

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সাবেক সহসভাপতি ও নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এস এইচ এম ফজলে রাব্বী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের বিস্তর ফারাক। সরকারও বিষয়টি অনুধাবন করে ১৯৮১ সালেই শিক্ষা প্রশাসনের পদগুলো বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি থেকে পূরণের জন্য বলছে। অথচ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা জোর করে আমাদের পদগুলো দখল করে রেখেছেন। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পের ডিপিপিতেও (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) পিডি পদ শিক্ষা ক্যাডার থেকে পূরণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেও আস্তে আস্তে আমাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা যথাযথ যোগ্য লোককে যথাযথ জায়গায় পদায়নের চেষ্টা করি। তবে সরকারি নিয়োগবিধি অনুযায়ীই ক্ষেত্র বিশেষে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরও ডেপুটেশনে পাঠানো হয়।'